সৃজনশীল গাইবান্ধা: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫

জুন ২০২৫

সৃজনশীল গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন

জান্নাতুল ভিলা, বাড়ি নং-৮৩, রোড নং-০১, টেংগরজানী, গাইবান্ধা-৫৭০০
ই-মেইল: srijonshilgaibandha@gmail.com মোবাইল: +৮৮০১৭৫৯-৪৫৪১৬৭, +৮৮০১৭৬৭-১৪০১১৪
ওয়েবসাইট: www.srijonshilgaibandha.org ফেসবুক: Facebook.com/SrijonshilGaibandha

সংস্থাটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (নিবন্ধন নং: Gai-98/Sadar-20/22), সমাজসেবা অধিদপ্তর (নিবন্ধন নং: Gai/Sadar/1541/2023) এবং যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক (RJSC) (নিবন্ধন নং: RAJS-557/2025)-এ নিবন্ধিত।

ভূমিকা

সৃজনশীল গাইবান্ধা ২০১৯ সাল থেকে গাইবান্ধা জেলার প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে।একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে সংগঠনটি শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা, মানবিক সহায়তা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং যুব ক্ষমতায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে ধারাবাহিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।স্থানীয় বাস্তবতা, জনগণের চাহিদা ও অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নই সৃজনশীল গাইবান্ধার কার্যক্রমের মূল ভিত্তি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী–বিশেষ করে দরিদ্র পরিবার, শিশু, কিশোর-কিশোরী, নারী ও যুব সমাজকে কেন্দ্র করে কাজ করে আসছে।শিক্ষার প্রসার, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, মানবিক সংকটে জরুরি সহায়তা প্রদান এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে একটি সচেতন ও দায়িত্বশীল সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকনির্ভর কার্যক্রম, স্থানীয় নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগ সংগঠনটির শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

সৃজনশীল গাইবান্ধা বিশ্বাস করে যে, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।সে লক্ষ্যেই নিয়মিত নির্বাহী সভা আয়োজন, লিখিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।এতে করে সংগঠনটি ধীরে ধীরে একটি দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সৃজনশীল গাইবান্ধা সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যক্রমের মান উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।এ সময়ে নিয়মিত সভা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম এবং পরিবেশ উন্নয়নমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে।সীমিত সম্পদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আর্থিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও সংগঠনের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এসব কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সৃজনশীল গাইবান্ধার সামগ্রিক কার্যক্রম, অর্জন, আর্থিক অবস্থা, সাংগঠনিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক চিত্র উপস্থাপন করছে। আমরা আশা করি, এই প্রতিবেদনটি দাতা সংস্থা, অংশীদার প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং সাধারণ পাঠকদের কাছে সংগঠনটির কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে।

সভাপতির বাণী

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর সৃজনশীল গাইবান্ধার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ, চ্যালেঞ্জপূর্ণ এবং একই সঙ্গে সম্ভাবনাময় সময়।এই সময়ে সীমিত আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা, মানবিক সহায়তা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং যুব ক্ষমতায়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছি।এসব উদ্যোগ গাইবান্ধা জেলার প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্র হলেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

এই অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক, সাধারণ সদস্য ও স্থানীয় যুব সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। তাঁদের নিষ্ঠা, সময় ও শ্রমের বিনিময়ে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি ইতিবাচক উদাহরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি।আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সংগঠনের সকল সদস্য, উপদেষ্টা, শুভানুধ্যায়ী এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে, যাঁরা বিভিন্নভাবে আমাদের কার্যক্রমে সমর্থন ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

সৃজনশীল গাইবান্ধা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।সে লক্ষ্যে আমরা আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নিয়মিত হিসাব সংরক্ষণ, কার্যক্রমের নথিভুক্তকরণ এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছি।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা আরও সুসংগঠিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রভাববিস্তারকারী কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী এবং দাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেলে আমাদের কার্যক্রমের পরিধি ও প্রভাব আরও বিস্তৃত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

পরিশেষে বলতে চাই, সৃজনশীল গাইবান্ধা শুধু একটি সংগঠন নয়; এটি একটি স্বপ্ন, একটি দায়বদ্ধতা এবং একটি মানবিক যাত্রা।এই যাত্রায় সকলের সহযোগিতা, পরামর্শ ও অংশগ্রহণ আমাদের আরও এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

– সভাপতি
সৃজনশীল গাইবান্ধা

সম্পাদকীয়

এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি কেবল একটি আর্থিক হিসাব বা কার্যক্রমের তালিকা নয়; বরং এটি সৃজনশীল গাইবান্ধার প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গির একটি সুসংগঠিত প্রতিফলন। একটি দায়িত্বশীল যুব উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি–নিয়মিত নথিভুক্তকরণ, তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমেই অংশীজনদের কাছে সংগঠনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সৃজনশীল গাইবান্ধা নিয়মিত কার্যকরী ও সাধারণ সভা আয়োজন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধকরণ, কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ ও পর্যালোচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।এ সময়ে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে আর্থিক হিসাব যাচাই ও নথিপত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি অতীত কার্যক্রমের মূল্যায়নের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, কৌশল নির্ধারণ এবং উন্নয়ন সহযোগী ও অংশীদারদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে বলে আমরা আশাবাদী।

– সম্পাদক
সৃজনশীল গাইবান্ধা

সংস্থার পূর্ণ পরিচিতি

সংস্থার নাম: সৃজনশীল গাইবান্ধা
ঠিকানা: গ্রাম: টেংগরজানী, ডাকঘর: তুলসীঘাট, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: গাই/সদর/১৫৪১/২৩ (তারিখ: ১৫/০৬/২০২৩)
প্রতিষ্ঠার তারিখ: ২২/০৪/২০১৯
কার্যক্রম এলাকা: সমগ্র গাইবান্ধা জেলা

সৃজনশীল গাইবান্ধা একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও যুব উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যা স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই সংগঠনটি শিক্ষা, সামাজিক সচেতনতা, মানবিক সহায়তা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং যুব ক্ষমতায়নের মতো অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সংগঠনটি স্থানীয় সমস্যা ও চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং স্বল্প সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশ্বাসী। দীর্ঘমেয়াদে একটি স্বনির্ভর, টেকসই ও প্রভাববিস্তারকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করাই সৃজনশীল গাইবান্ধার মূল লক্ষ্য।

সাংগঠনিক কাঠামো

সৃজনশীল গাইবান্ধা একটি গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সংগঠনের নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক কার্যক্রম তদারকির জন্য একটি কার্যকরী কমিটি এবং সাধারণ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে সংগঠনটি পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যকরী কমিটি গঠনের তারিখ: ১৭/১২/২০২৩
কার্যকরী সদস্য সংখ্যা: ০৭ জন
সাধারণ সদস্য সংখ্যা: ২১ জন

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিয়মিত সভা আয়োজন করা হয়েছে। এ সময়ে–

- **কার্যকরী সভা:** ১২টি
- **সাধারণ সভা:** ০১টি

এসব সভার মাধ্যমে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনা, আর্থিক হিসাব অনুমোদন এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।সিদ্ধান্ত গ্রহণে সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যা সংগঠনের গণতান্ত্রিক চর্চাকে শক্তিশালী করেছে।

মাসিক সদস্য চাঁদা: ১০০ টাকা

সদস্য চাঁদা সংগঠনের নিয়মিত প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ এবং ক্ষুদ্র পরিসরের সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিকল্প অর্থায়ন উৎস অনুসন্ধানের মাধ্যমে সংগঠনের আর্থিক সক্ষমতা আরও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (SDGs aligned)

সৃজনশীল গাইবান্ধা তার সকল কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals – SDGs)–কে একটি নীতিগত কাঠামো হিসেবে অনুসরণ করে। স্থানীয় বাস্তবতা ও জনগণের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এসব বৈশ্বিক লক্ষ্যের আলোকে সংগঠনটি উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে সংগঠনের কার্যক্রমকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সৃজনশীল গাইবান্ধার কার্যক্রম বিশেষভাবে নিম্নোক্ত SDGs-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ–

SDG 1: দারিদ্র্য বিমোচন
প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সচেতনতামূলক কার্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র আয়বর্ধক উদ্যোগের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রাখা।

SDG 3: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ
স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে প্রচার, পরিবার পরিকল্পনা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে কাজ করা।

SDG 4: মানসম্মত শিক্ষা
শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম, মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশমূলক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখা।

SDG 5: নারী ও শিশু সুরক্ষা
নারী ও শিশুর অধিকার সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ, যৌতক ও নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

SDG 13: জলবায়ু কার্যক্রম
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, সবুজায়ন এবং জলবায়ু সহনশীল আচরণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

SDG 16: শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় সমস্যা সমাধানে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম এবং একটি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংগঠন পরিচালনা।

চলমান কার্যক্রম (২০২৪-২০২৫)

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সৃজনশীল গাইবান্ধা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক, মানবিক ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন করেছে।এসব কার্যক্রম স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ–

- স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শিক্ষা, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা।
- মাদক, বাল্যবিবাহ, যৌতক ও নারী-শিশু নির্যাতন বিরোধী প্রচারণা ও আলোচনা সভা আয়োজন।
- নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম।
- পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক সভা ও ক্যাম্পেইন।
- দুর্যোগকালীন ও বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক সহায়তা প্রদান।
- স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সেবা সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে এ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগমূলক কার্যক্রম।
- পরিবেশ ও জলবায়ু ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ, সবুজায়ন ও পরিবেশবান্ধব আচরণ উৎসাহিতকরণ।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক ও উদ্যোগমূলক কার্যক্রম।
- শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কুইজ ও সাংস্কৃতিক আয়োজন।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন, যার মাধ্যমে দেশপ্রেম, সামাজিক মূল্যবোধ ও বৈশ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছবি ক্যাপশন: স্কুল পর্যায়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম, গাইবান্ধা

আয়-ব্যয়ের সারসংক্ষেপ (২০২৪-২০২৫)

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সৃজনশীল গাইবান্ধা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।সংগঠনের আয় ও ব্যয় সীমিত পরিসরে হলেও পরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে এবং সংগৃহীত অর্থ সরাসরি সংগঠনের লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যয় করা হয়েছে।নিচে উক্ত অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো–

আয়

উৎস	পরিমাণ (টাকা)
ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুদান	৪,৫৯,৯২০
সদস্যদের মাসিক চাঁদা	২৫,২০০
সরকারি অনুদান	২৫,০০০
মোট আয়	**৪,৯১,১২০**

উল্লেখ্য, সংগঠনের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুদান, যা মোট আয়ের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে।পাশাপাশি নিয়মিত সদস্য চাঁদা সংগঠনের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও ক্ষুদ্র কর্মসূচি পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

ব্যয়

খাত	পরিমাণ (টাকা)
শিক্ষা ও মানবিক সহায়তা	২,২০,১৮০
সচেতনতামূলক ও সামাজিক কার্যক্রম	১,৭৫,৪৩০
প্রশাসনিক ও অফিস ব্যয়	৯৫,৭৮০
মোট ব্যয়	**৪,৯১,৩৯০**

ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংগঠনটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে শিক্ষা, মানবিক সহায়তা ও সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমে।প্রশাসনিক ও অফিস ব্যয় প্রয়োজনীয় সীমার মধ্যে রেখে অধিকাংশ অর্থ সরাসরি মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছে, যা সংগঠনের দায়িত্বশীল আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন।

উদ্বৃত্ত হিসাব

- **পূর্বের জের:** ৩,৭৮৫ টাকা
- **সর্বমোট আয় (চলতি বছরসহ):** ৪,৯৪,৯০৫ টাকা
- **সর্বমোট ব্যয়:** ৪,৯১,৩৯০ টাকা
- **উদ্বৃত্ত:** ৩,৫১৫ টাকা

কথায়: **তিন হাজার পাঁচশত পনের টাকা মাত্র।**

উদ্বৃত্ত অর্থ ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের প্রাথমিক প্রস্তুতি, জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা এবং সংগঠনের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।ভবিষ্যতে আর্থিক উৎস সম্প্রসারণ ও ব্যয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অর্জন ও প্রভাব

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সৃজনশীল গাইবান্ধা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সীমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অসাধারণ অর্জন ও উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করেছে।এই অর্জনগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সমাজে সচেতনতা, ন্যায়বিচার ও টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি গড়েছে।উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন হলো–

- **শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি:** জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্কুল ও কলেজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে নানা শিক্ষামূলক ও নৈতিকতা ভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে।শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে প্রতিযোগিতা, কুইজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শেখার আগ্রহ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেছে।
- **নারী ও শিশু সুরক্ষা:** বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী সচেতনতামূলক প্রচারণা, কর্মশালা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।এতে করে গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের অশুভ প্রথার বিরোধিতা বেড়েছে।
- **স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন:** নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি এবং পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য শিক্ষায় ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।বিশেষ করে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুশিক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে প্রভাব ফেলেছে।
- **মানবিক সহায়তা:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ পরিস্থিতি ও সংকটকালে দ্রুত সাড়া দিয়ে বিপর্যস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা সামাজিক সংহতি ও সমবেদনা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ:** বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, পরিবেশ বান্ধব জীবনধারা প্রচার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সমাজকে পরিবেশ রক্ষায় যুক্ত করা হয়েছে।
- **সামাজিক ন্যায়বিচার:** নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা হয়েছে।এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এসব অর্জনের মাধ্যমে সংগঠনটি গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে, যা ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা

সৃজনশীল গাইবান্ধা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছে।এসব বাধাকে অতিক্রম করে উন্নয়ন কার্যক্রমে আরও দক্ষতা ও কার্যকারিতা আনার জন্য সংগঠন নানা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জন করেছে।প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হলো–

- **অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা:** সীমিত আর্থিক সম্পদের কারণে কার্যক্রম বিস্তার ও নতুন উদ্যোগ গ্রহণে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।দাতা ও অর্থায়ন উৎসের প্রয়োজনীয়তা প্রকল্পের স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণে বাধাগ্রস্ত করেছে।
- **মানবসম্পদের চ্যালেঞ্জ:** স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহে সীমাবদ্ধতা থাকায় দক্ষ জনবল নিশ্চিতকরণে সমস্যা দেখা দিয়েছে।এছাড়াও নতুন সদস্য সংগ্রহ ও সংগঠনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে ঘাটতি রয়ে গেছে।
- **প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা:** তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত হওয়ায় কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।
- **ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা:** দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত এলাকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা সীমাবদ্ধ ছিল, যা কার্যক্রমের প্রভাব বিস্তারে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- **পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়:** বন্যা, জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, যা মানবিক সহায়তা প্রদানে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।
- **সহযোগিতার অভাব:** সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব কিছু ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এই সীমাবদ্ধতাগুলো বিবেচনায় নিয়ে সংগঠন পরিকল্পিত কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে এগুলো মোকাবিলার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (২০২৫-২০২৬)

২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সৃজনশীল গাইবান্ধা তার কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত, সমন্বিত ও প্রভাবশালী করার জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মূল দিকনির্দেশনা হলো–

- **আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** নতুন দাতা ও অংশীদার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে অর্থায়নের উৎস বৈচিত্র্যকরণ এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাসিক চাঁদার আয় বাড়ানো।
- **সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক উন্নয়ন:** প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম আয়োজন করে মানবসম্পদকে আরও সক্ষম ও পেশাদারী করা।
- **প্রযুক্তি উন্নয়ন:** ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নে আধুনিকায়ন।
- **সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব:** স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও সরকারী দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- **নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন:** জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, পরিবেশ রক্ষা, নারী ও শিশু সুরক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ।
- **দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সহায়তা:** স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জরুরি সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- **সামাজিক ন্যায়বিচার:** অংশগ্রহণমূলক নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইন-আদালতের সাথে সমন্বয় বাড়িয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

এসব পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সৃজনশীল গাইবান্ধা তার লক্ষ্য অর্জনে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

উপসংহার ও কৃতজ্ঞতা

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে সৃজনশীল গাইবান্ধার কার্যক্রমে যাঁরা সহযোগিতা ও সমর্থন করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।বিশেষত–

- সংগঠনের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ এই অর্জনগুলো সম্ভব করেছে।
- সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, দাতা প্রতিষ্ঠান এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান, যাঁরা আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছেন।
- স্থানীয় জনগণ ও নেতৃত্ব, যাঁরা আমাদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সমর্থন দিয়ে শক্তি যোগ দিয়েছেন।

আমরা ভবিষ্যতেও সকলের সহায়তা ও অংশগ্রহণ আশা করি, যাতে গাইবান্ধার উন্নয়নশীল সমাজ গঠনে আমাদের অবদান অব্যাহত থাকে।সকলের কল্যাণ এবং উন্নত ভবিষ্যতের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

Srijonshil Gaibandha: Annual Report 2024–2025

June 2025

Srijonshil Gaibandha Foundation

Jannatul Villa, House # 83, Road # 01, Tenggarjani, Gaibandha-5700
E-mail: srijonshilgaibandha@gmail.com +8801759-454167 +8801767-140114
www.srijonshilgaibandha.org Facebook.com/SrijonshilGaibandha

The organization is registered with the Department of Youth Development (Reg. No. Gai-98/Sadar-20/22), Department of Social Services (Reg. No. Gai/Sadar/1541/2023), and RJSC (Reg. No. RAJS-557/2025

Introduction

Since 2019, Srijonshil Gaibandha has been tirelessly working for the overall development of the marginalized and disadvantaged communities of Gaibandha district. Committed to building a humane, just, and sustainable society, the organization implements continuous programs in important sectors such as education, social awareness, humanitarian aid, environmental conservation, and youth empowerment. The core foundation of Srijonshil Gaibandha's activities lies in planning and implementation that prioritizes local realities, people's needs, and participation.

From its inception, the organization has focused on marginalized groups in society especially poor families, children, adolescents, women, and youth. The main goal is to build a conscious and responsible society through expanding education, eliminating social superstitions, providing urgent humanitarian aid during crises, and adopting environmentally friendly initiatives. Volunteer-driven activities, local leadership involvement, and community-based initiatives have been the organization's strength.

Srijonshil Gaibandha believes that to ensure sustainable development, transparency, accountability, and good governance are essential. To that end, regular executive meetings, written work plans, financial record-keeping, and collective decision-making participation are ensured. This has gradually transformed the organization into a responsible and trustworthy volunteer institution.

In the fiscal year 2024–2025, Srijonshil Gaibandha focused especially on enhancing organizational capacity, improving program quality, and planning for future expansion. During this period, regular meetings, training, awareness programs, humanitarian aid activities, and environmental development initiatives were successfully implemented despite limited resources, natural disasters, and financial challenges, thanks to the dedicated efforts of the members and volunteers.

This annual report presents a detailed and data-driven overview of Srijonshil Gaibandha's overall activities, achievements, financial status, organizational progress, and future plans for the fiscal year 2024–2025. We hope this report provides donors, partner institutions, government and non-government agencies, and general readers with a clear and transparent understanding of the organization's activities.

Message from the President

The fiscal year 2024–2025 was a significant, challenging, and promising period for Srijonshil Gaibandha. Despite limited financial and institutional resources, we succeeded in implementing various programs related to education, social awareness, humanitarian aid, environmental conservation, and youth empowerment. These initiatives have made modest yet meaningful contributions to improving the quality of life for marginalized and disadvantaged communities in Gaibandha district.

The most important role behind these achievements was played by our volunteers, general members, and the spontaneous participation of local youth. Through their dedication, time, and labor, we have been able to stand beside people and create a positive example of social responsibility. I sincerely thank all the members, advisors, well-wishers, and partner institutions who have supported and guided our activities in various ways.

Srijonshil Gaibandha firmly believes that a volunteer organization managed through good governance, transparency, and accountability can ensure sustainable development in the long run. Accordingly, we have given special importance to maintaining discipline in financial management, regular accounting, documentation of activities, and enhancing organizational capacity.

Looking ahead, we have planned to implement more organized, inclusive, and impactful programs. We strongly believe that expanding partnerships with government and non-government agencies, development partners, and donors will broaden the scope and impact of our activities.

Finally, I want to say, Srijonshil Gaibandha is not just an organization; it is a dream, a responsibility, and a humanitarian journey. Cooperation, advice, and participation from all will inspire us to move forward.

— President
Srijonshil Gaibandha

Editorial

This annual report is not just a financial statement or a list of activities; rather, it is a well-organized reflection of Srijonshil Gaibandha's institutional accountability, transparency, responsibility, and future vision. As a responsible youth development volunteer organization, we believe that through regular documentation, data-based evaluation, and report publication, it is possible to establish credibility and acceptance among stakeholders.

During the fiscal year 2024–2025, Srijonshil Gaibandha gave special importance to organizing regular executive and general meetings, documenting decision-making processes, preparing progress reports of programs, and maintaining and reviewing financial accounts. During this period, internal financial audits and document preservation efforts helped build a disciplined and transparent management structure.

This report will serve as an important reference for assessing past activities, planning future strategies, and establishing effective communication with development partners and stakeholders.

— Editor
Srijonshil Gaibandha

Full Profile of the Organization

Name of Organization: Srijonshil Gaibandha
Address: Village: Tengorjani, Post Office: Tulshighat, Gaibandha Sadar, Gaibandha
Registration Number: Gai/Sadar/1541/23 (Date: 15/06/2023)
Date of Establishment: 22/04/2019
Operational Area: Entire Gaibandha District

Srijonshil Gaibandha is a non-political, non-profit youth development volunteer organization working to ensure social development through local participation. Since its establishment, the organization has been operating in priority sectors including education, social awareness, humanitarian aid, environmental conservation, and youth empowerment.

The organization values local problems and needs while taking plans and believes in the optimal utilization of limited resources for implementation. Its long-term goal is to establish itself as a self-reliant, sustainable, and influential volunteer institution.

Organizational Structure

Srijonshil Gaibandha is managed through a democratic and participatory organizational structure. A working committee supervises policy-making and overall activities, and general members actively participate in regular operations.

Date of Working Committee Formation: 17/12/2023
Number of Committee Members: 07
Number of General Members: 21

To ensure smooth operation in the fiscal year 2024–2025, regular meetings were held:

- Executive Meetings: 12
- General Meeting: 1

These meetings helped develop annual work plans, review ongoing activities, approve financial accounts, and set future programs. Members' opinions are valued in decision-making, strengthening the organization’s democratic practices.

Monthly Membership Fee: 100 BDT

Membership fees support regular administrative expenses and small-scale social activities. Future plans include increasing membership and exploring alternative funding sources to strengthen financial capacity.

Goals and Objectives (SDGs aligned)

Srijonshil Gaibandha aligns all its planning and implementation activities with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) as a guiding framework. Adapting these global goals to local realities and needs, the organization undertakes development initiatives that ensure sustainable local development while linking its activities to national and international efforts.

The organization's activities primarily align with the following SDGs:

- **SDG 1: No Poverty**
  Contributing to poverty reduction through awareness, skill development, and small income-generating initiatives for marginalized and poor communities.
- **SDG 3: Good Health and Well-being**
  Promoting health awareness, safe water and sanitation, family planning, and primary health education to ensure good health.
- **SDG 4: Quality Education**
  Encouraging educational interest among students, conducting awareness activities at schools and colleges, and fostering talent and creativity to advance quality education.
- **SDG 5: Gender Equality and Child Protection**
  Protecting women's and children's rights, campaigning against child marriage, dowry, and violence, and building social movements.
- **SDG 13: Climate Action**
  Raising awareness on environmental conservation, tree plantation, greening, and climate-resilient behavior to combat climate change.
- **SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions**
  Increasing civic awareness, establishing social justice, advocating local problem-solving, and managing the organization as a transparent and strong institution.

Ongoing Activities (2024–2025)

During the fiscal year 2024–2025, Srijonshil Gaibandha implemented various social, educational, humanitarian, and environmental development activities in line with its goals and objectives. These programs were carried out with active community participation and contributed positively to societal change. Key activities include:

- Conducting awareness campaigns on education, ethics, and social responsibility involving students at schools and colleges.
- Organizing campaigns and discussions against drugs, child marriage, dowry, and violence against women and children.
- Public awareness on safe water, sanitation, personal hygiene, and health services.
- Holding meetings and campaigns on family planning, maternal health, and health education.

- Providing humanitarian aid to victims during disasters and special circumstances.
- Advocacy and communication efforts to identify and solve local civic service issues.
- Tree planting, greening, and encouraging environmentally friendly behavior to maintain environmental and climate balance.
- Awareness and initiatives for poverty alleviation and employment creation.
- Organizing competitions, quizzes, and cultural programs to foster students' talent and creativity.
- Observing national and international days with due respect to promote patriotism, social values, and global awareness.

Photo Caption: Awareness campaign and humanitarian aid program at schools, Gaibandha

Summary of Income and Expenditure (2024–2025)

Srijonshil Gaibandha managed its financial activities prioritizing transparency and accountability during the fiscal year 2024–2025. Though the organization's income and expenditure were limited in scale, they were managed systematically, and funds collected were spent directly on the organization's goals and programs. The summary of income and expenditure for the year is as follows:

Income

Source	Amount (BDT)
Personal and Institutional Donations	459,920
Monthly Membership Fees	25,200
Government Grants	25,000
Total Income	**491,120**

Notably, personal and institutional donations were the major income source, accounting for a large part of total income. Regular membership fees supported administrative and small-scale social activities.

Expenditure

Sector	Amount (BDT)
Education and Humanitarian Aid	220,180
Awareness and Social Activities	175,430
Administrative and Office Expenses	95,780
Total Expenditure	**491,390**

The organization prioritized education, humanitarian aid, and social awareness activities in expenditure. Administrative and office expenses were kept within necessary limits, with most funds directly spent on field-level programs, reflecting responsible financial management.

Balance Summary

- Previous Balance: 3,785 BDT
- Total Income (including previous balance): 494,905 BDT
- Total Expenditure: 491,390 BDT
- Surplus: 3,515 BDT

In words: Only three thousand five hundred fifteen taka.

The surplus is reserved for initial preparation of future activities, emergency aid, and maintaining financial stability. Plans include expanding financial sources and increasing expenditure efficiency to broaden the organization's activities.

Notable Achievements and Impact

Despite limited resources, Srijonshil Gaibandha created remarkable achievements and notable impacts in fiscal year 2024–2025, contributing effectively to improving local community livelihoods and establishing a foundation for awareness, justice, and sustainable development in society. Some significant achievements include:

- **Progress in Education:** Successful implementation of educational and ethics-based awareness programs involving students at district and upazila level schools and colleges. Organized competitions, quizzes, and cultural events to develop students' talent and creativity, which fostered learning interest and social responsibility.
- **Women and Child Protection:** Awareness campaigns, workshops, and discussion meetings against child marriage, dowry, and violence led to increased opposition to these harmful practices across various areas of Gaibandha district.
- **Health and Sanitation:** Improved safe water supply, sanitation facilities, and widespread awareness in family planning and health education, especially maternal and child health, positively impacting public health.
- **Humanitarian Aid:** Provided quick humanitarian assistance to families affected by natural disasters, special situations, and crises, fostering social solidarity and empathy.
- **Environmental Conservation:** Involved local communities in tree plantation, promoting environmentally friendly lifestyles, and increasing climate change awareness.
- **Social Justice:** Strengthened social justice by increasing civic awareness, actively engaging in problem-solving at the local level, and enhancing cooperation with local government through advocacy.

These accomplishments have positively influenced various communities and groups in Gaibandha, laying a strong foundation for future development work.

Challenges and Limitations

Srijonshil Gaibandha faced various challenges and limitations in implementing its activities during 2024–2025. Overcoming these obstacles has provided learning experiences for improving efficiency and effectiveness in development work. The main challenges were:

- **Funding Constraints:** Limited financial resources restricted program expansion and adoption of new initiatives. The need for donors and funding sources hampered project sustainability and growth.
- **Human Resource Challenges:** Lack of adequate training and motivation for volunteers caused difficulties in ensuring skilled manpower. Recruiting new members and attracting attention to the organization remained insufficient.
- **Technological Limitations:** Limited use of digital technology in data collection, analysis, and communication created difficulties in monitoring and evaluation.
- **Geographical Barriers:** Communication and engagement with remote and hard-to-reach areas were restricted, limiting program impact.
- **Environmental and Natural Disasters:** Floods, waterlogging, and other natural calamities disrupted activities and posed challenges for humanitarian aid delivery.
- **Lack of Cooperation:** In some cases, ineffective coordination with government and non-government agencies hindered project implementation.

The organization is addressing these limitations through planned strategies.

Future Plans (2025–2026)

In the fiscal year 2025–2026, Srijonshil Gaibandha has adopted multifaceted plans to expand, coordinate, and enhance the impact of its activities. The main directions are:

- **Financial Capacity Building:** Diversify funding sources by engaging new donors and partners and increase monthly membership fees by expanding member base.
- **Member and Volunteer Development:** Organize training, workshops, and skill enhancement programs to make human resources more capable and professional.
- **Technological Advancement:** Increase digital technology usage to modernize data collection, management, and evaluation.
- **Cooperation and Partnership:** Enhance coordination and collaboration with local, national, and international development organizations and government departments.
- **New Project Implementation:** Launch new programs addressing climate change, environmental protection, women and child safety, poverty alleviation, and healthcare.

- **Disaster Preparedness and Assistance:** Strengthen local disaster management capacity and expand emergency aid activities.
- **Social Justice:** Increase participatory civic awareness and strengthen coordination with legal institutions to establish social justice.

Successful implementation of these plans will enable Srijonshil Gaibandha to play a more effective role in achieving its goals.

Conclusion and Gratitude

We sincerely thank everyone who supported and cooperated in Srijonshil Gaibandha's activities during the fiscal year 2024–2025, especially—

- The organization's members and volunteers whose tireless work and sacrifice made these achievements possible.
- Government and non-government development agencies, donor institutions, and partner organizations for their financial and technical support.
- Local communities and leaders who provided participation and support to strengthen our activities.

We look forward to everyone's continued support and involvement so that our contribution to building a developing society in Gaibandha continues. We are committed to the welfare of all and a better future.